মাসিক
দুদক বার্তা
www.acc.org.bd

৮ম বর্ষ
৩২তম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

এক নজরে

সম্পাদকীয়
ফাঁদ অভিযান
গ্রেফতার
হট লাইন ভিত্তিক অভিযান
প্রশিক্ষণ
বিচার ও দন্ড
দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য মামলা
সভা-গণশুনানি অভিযান কর্মসূচি

সম্পাদকীয়

কমিশন সভায় আলোচনা করছেন দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ

ঘুষ হচ্ছে দুর্নীতির প্রাচীনতম একটি ঘৃণ্য রূপ। ঘুষ নিয়ে নানা দেশে নানা বিতর্কও রয়েছে। ঘুষ, টিপস, বকসিস্, উপঢৌকন, উৎকোচ, স্পীডমানি নানা নামে প্রায় প্রতিটি সমাজেই এর প্রচলনও রয়েছে। ঘুষ নিয়ে অনেক রসালো গল্পও রয়েছে। একটি গল্প প্রায়ই শোনা যায়-সেই গল্পটি পাঠকদের আবারও স্মরণ করিয়ে দিই। গল্পটি এমন-এই ভূখণ্ড তথা ভারতীয় উপমহাদেশ তখন ব্রিটিশ শাসনাধীন ছিল। দেশের একটি আদালতে এক ব্রিটিশ যুবক বিচারক হিসেবে যোগদান করেছেন। বিলেত থেকে সদ্য বাংলাদেশে আসা যুবক বিচার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। তখনও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি পুরোপুরি রপ্ত করতে পারেননি-এই ব্রিটিশ বিচারক। এমন সময় তাঁর অধীন এক কর্মচারী তাকে জানাল, পেশকার সাহেব ঘুষ খান। বিচারক কিছুটা বিস্মিত হলেন। ঘুষ আবার কি? তিনি ঐ কর্মচারীকে বললেন, পেশকার সাহেব যখন ঘুষ খান, তখনই তাকে যেন জানানো হয়। অধীন কর্মচারীটি তক্কেতক্কে রইল। একদিন সে দেখে পেশকার সাহেব বিশাল এক কাঁদি পাকা কলা ঘুষ হিসেবে নিয়ে, তা নিজ কামরায় রেখেছেন। তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়টি ব্রিটিশ বিচারক-কে জানানো হলো। বিচারকও তীব্র আকর্ষণ নিয়ে ঘুষ দেখতে পেশকারের কক্ষে আসেন। তিনি প্রশ্ন করেন, Where is ghush? অধীনকর্মচারীটি কলার কাঁদিটি দেখিয়ে বলেন, Sir, this is ghush. বিস্মিত বিচারক কাঁদি থেকে ছিড়ে দু'টি সুমিষ্ট কলা খেলেন। কলা খেয়ে বললেন, It is fine. I will eat more ghush. সেই ঘুষ আজ বৈশ্বিক সমস্যা হয়ে পরিণত হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সকল উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। ঘুষ সংক্রান্ত দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণের আইনি দায়িত্ব দুদকের। দুদক নিবিড়ভাবে এ দায়িত্ব পালনে চেষ্টা করছে।

ঘুষের এই অপ-সংস্কৃতির অবসান এবং দুর্নীতির উৎস মূল নির্মূল করার লক্ষ্যেই কমিশন ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে। সাধারণত সরকারি সেবাপ্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবার বিনিময়ে ঘুষ বা উপঢৌকন দাবি করলে কমিশন থেকে অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ফাঁদ মামলা পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়, এ আলোকে ঘুষ দাবিকারী কর্মকর্তাদের হাতে-নাতে ধরতে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা সরকারি কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য ঘুষ দাবি করলে ঘুষ প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন-১০৬ অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতে-নাতে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
বর্তমান কমিশন বিগত সাড়ে তিন বছরে ৭৪টি ফাঁদ মামলায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীকে গ্রেফতার করেছে। কেবল ২০১৯ সালেই ২২টি ফাঁদ মামলা পরিচালনা করা হয়েছে। প্রতিটি ফাঁদ মামলাই নিখুঁতভাবে পরিচালনা করা হয়েছে। কমিশন থেকে বলা হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন অভিযানের মাধ্যমে ঘুষ খাওয়ার অপসংস্কৃতি নির্মূল করা হবে। তাই ঘুষ বিরোধী অভিযানে সকলের অংশ গ্রহণ জরুরি। সমন্বিত ও সংগঠিত কর্ম প্রয়াসের মাধ্যমেই ঘুষের এই সংস্কৃতি নির্মূল হতে পারে।

১০৬
নম্বরে ফ্রি কল করুন

Like us on Facebook
facebook.com/acc.org.bd

নির্বাহী সম্পাদক
দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়
১, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
৯৩৫৩০০৪-৮ info@acc.org.bd
www.acc.org.bd